৪৬

যায়যায়দিন

তারিখ ... AUG 13 2006
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭

বেশির ভাগ বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল-কলেজে ক্লাস শুরু

চোখ বেঁধে আমরণ অনশন কর্মসূচি চালাবেন কমিউনিটি শিক্ষকরা

যাযাদি রিপোর্ট

টানা ৩৮ দিনের ধর্মঘট শেষে দেশের বেশির ভাগ বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল কলেজে ক্লাস শুরু হয়েছে। সরকার সমর্থক শিক্ষক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি বিরোধী দল সমর্থক শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট ধর্মঘট স্থগিত করায় গতকাল শনিবা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়ে আসে। তবে বিরোধী দল সমর্থ অপর শিক্ষক মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ধর্মঘট প্রত্যাহার না করায় তাদে নিয়ন্ত্রণাধীন কিছুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনো ক্লাস শুরু হয়নি। এ মোর্চাসহ কয়েক সংগঠন টিউশন ফি সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার শর্ত তুলে না দিলে এ মাসের শে সপ্তাহে আবারও ধর্মঘট ডাকার হুমকি দিয়েছে। ওদিকে কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক তাদের চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে আজ থেকে চোখ বেঁধে তাদের আমরণ অনশ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, এ সপ্তাহে অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী আলোচনা কে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল-কলেজে টিউশন ফি জমা দেয়ার শর্ত সম্পর্কে একটি ব্যাখ দিতে পারেন।

এরই মধ্যে এবার বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন সরকারি পৃ: ১১ ক:

বেশির ভাগ বেসরকারি মাধ্যমিক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হঠাৎ করেই আন্দোলনের এ হুমকি দেন।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের অন্যতম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এম আউয়াল সিদ্দিকী গতকাল যায়যায়দিনকে বলেন, সুনির্দিষ্ট দাবিতে তাদের ধর্মঘট চলছে এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তা চলবে। তিনি বলেন, সরকারকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত আলটিমেটাম দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে দাবি না মানলে সেদিনই নতুন আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সরকার সমর্থক প্রফেসর এম শরীফুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের নেতারা গতকাল এক সভায় বলেছেন, সরকারের অবিমৃষ্যকারিতা ও হঠকারিতার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবার অচলাবস্থা দেখা দিলে এর দায়দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট নেতারা গতকাল অপর এক বিবৃতিতে বলেন, শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ সময়ের ব্যাপার মাত্র। শিক্ষক-কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে জাতীয়করণ হতেই হবে।

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী কাজী ফারুক আহমেদ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল শনিবার ফ্রন্ট নেতারা বলেন, সরকার শিক্ষকদের অন্যান্য দাবি আন্দোলন থেকে দূরে রাখতেই শত বেতন দেয়ার সঙ্গে টিউশন ফি সরক কোষাগারে জমা দেয়ার শর্ত জুড়ে দিয়ে তবে সরকারের এ চালাকি শিক্ষকদের কা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এদিকে সরক মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারি সামসুল হক গতকাল এক বিবৃতিতে বলে অবিলম্বে তাদের বিভিন্ন দাবি মেনে নেয়া হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি রাজপথে বড় ধরনের কর্মসূচি ঘোষণা ক হবে। তাদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়ে সহকারী শিক্ষকদের প্রথম শ্রেণী গেজেটেড পদমর্যাদা দেয়া, স্বতন্ত্র মাধ্যমি শিক্ষা অধিদফতর স্থাপন ও শূন্যপ পদায়ন।

জাতীয়করণের দাবিতে কমিউনিটি প্রাথমি শিক্ষকরা গতকাল টানা সপ্তম দিনের মে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাদের আমর অনশন কর্মসূচি পালন করেন। অনশনর শিক্ষকদের প্রায় সবাই অসুস্থ হ পড়েছেন। গুরুতর অসুস্থ শিক্ষকদের মে আছেন নেত্রকোনার হাসিম উদ্দিন, খুলন জাহাঙ্গীর আলম, যশোরের আবদুল লতি মাদারীপুরের গিয়াস উদ্দিনসহ বে কয়েকজন। তারা আজ রবিবার থেকে দা আদায় না হওয়া পর্যন্ত চোখ বেঁধে তাদে অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন বলে ঘোষ দিয়েছেন।